ধোঁয়াজনিত-উৎপাত আইন, ১৯০৫

(১৯০৫ সনের ৩ নং আইন)

<u>সূচিপত্র</u>

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ

২। আইন প্রয়োগের ক্ষমতা

৩। সংজ্ঞা

৪। কমিশন গঠন

৫। পরিদর্শক নিয়োগ

৬। নির্দিষ্ট এলাকায় ভাটা বা অগ্নিচুল্লী নির্মাণ বা ব্যবহার, বা পোড়া কয়লা উৎপাদন নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা

৭। নিষিদ্ধ এলাকায় নির্মিত বা ব্যবহৃত ভাটা বা অগ্নি-চুল্লী ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

৮। বিধি দ্বারা অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে অধিকতর মাত্রায় ধোঁয়া নির্গতের জন্য দণ্ড

৮ক। নকসা জমাদান ও দণ্ড

৯। পরিদর্শকের ক্ষমতা

১০। বিধি

১১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

১২। [বিলুপ্ত]

১৩। [রহিতকৃত]

ধোঁয়াজনিত-উৎপাত আইন, ১৯০৫

(১৯০৫ সনের ৩ নং আইন)

[৩ মে ১৯০৫]

বাংলাদেশের কতিপয় স্থানে অগ্নি চুল্লি বা উনানের ধোঁয়া হইতে উদ্ভূত উৎপাত হ্রাস সম্পর্কিত আইন সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।*

যেহেতু বাংলাদেশের কতিপয় স্থানে অগ্নি-চুল্লি বা উনানের ধোঁয়া হইতে উদ্ভুত উৎপাত হ্রাস সম্পর্কিত আইন সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।- (১) এই আইন [১][* * *] ধোঁয়াজনিত-উৎপাত আইন, ১৯০৫ নামে অভিহিত হইবে; এবং

(২) [পূর্ব পাকিস্তান রহিতকরণ এবং সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) এর তপশিল বলে বিলুপ্ত।]

২। আইন প্রয়োগের ক্ষমতা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এবং সরকার কর্তৃক অন্যকোনো পদ্ধতিতে (যদি থাকে), বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় এই আইন প্রয়াগের ইচ্ছা ঘোষণা করিতে পারিবে।

[২][* * *]

(২) যে এলাকায় এই আইন প্রয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই এলাকার কোনো বাসিন্দার এইরূপ প্রয়োগের বিষয়ে আপত্তি থাকিলে, তিনি উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তিন মাসের মধ্যে লিখিতভাবে সরকারের নিকট জানাইবেন।

(৩) উক্তরূপ সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর যেকোনো সময়, এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি (যদি থাকে) বিবেচনার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকায় এই আইন প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৩। সংজ্ঞা।- এই আইনে–

(১) "অগ্নিচুল্লি" অর্থ যেকোনো অগ্নিচুল্লী বা উনান-

(অ) যাহা বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কাজের জন্য ব্যবহৃত, বা

(আ) অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত:

---

* আইনের সর্বত্র, ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে "পূর্ব পাকিস্তান", "প্রাদেশিক সরকার" এবং "রুপি" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে, "বাংলাদেশ", "সরকার" এবং "টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা ও দ্বিতীয় তপশিল বলে প্রতিস্থাপিত।

[১] "বেঙ্গাল" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তপশিল বলে বিলুপ্ত।

[২] শর্তাংশটি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তপশিল বলে বিলুপ্ত।

তবে শর্ত থাকে যে-

(১) মৃত পোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত অগ্নিচুল্লী বা উনান; বা

(২) দফা (অ) এ উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত বাড়িতে গৃহের একান্ত প্রয়োজনে ব্যবহৃত অগ্নিচুল্লী বা উনান,

এই আইনের সংজ্ঞাধীনে অগ্নিচুল্লী বা উনান হিসাবে গণ্য হইবে না;

(২) “পরিদর্শক” অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত প্রধান পরিদর্শক ধোঁয়াজনিত-উৎপাত, বা সহকারী পরিদর্শক ধোঁয়াজনিত-উৎপাত;

(৩) “কমিশন” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ ধোঁয়াজনিত-উৎপাত কমিশন;

(৪) অগ্নি চুল্লী ব্যবহারের ক্ষেত্রে “মালিক” অভিব্যক্তি অর্থে যেকোনো প্রতিনিধি বা অগ্নিচুল্লী ব্যবহারকারী ভাড়াটিয়া এবং অগ্নিচুল্লীর কাজ তত্ত্বাবধানকারী যেকোনো ব্যক্তি বা কর্মী অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৫) “ম্যাজিস্ট্রেট’ অর্থ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বেঞ্চ।

৪। কমিশন গঠন।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন কার্যক্রম তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কমিশন গঠন করিবে, যাহা বাংলাদেশ ধোঁয়াজনিত উৎপাত কমিশন নামে অভিহিত হইবে।

(২) একজন সভাপতি এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে উক্ত কমিশন গঠিত হইবে।

(৩) কমিশনের অনধিক অর্ধেক সদস্য (সভাপতিসহ) কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন, এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এই আইন দ্বারা যে সকল সংস্থা বা সংগঠনের স্বার্থ প্রভাবিত হয় তাহাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশনের সকল সদস্য, এবং কমিশনের সকল শূন্য পদসমূহে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সদস্য নিযুক্ত হইবেন।

(৫) কেবল কোনো পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোনো কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫। পরিদর্শক নিয়োগ।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, একজন প্রধান পরিদর্শক ধোঁয়াজনিত-উৎপাত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী পরিদর্শক ধোঁয়াজনিত-উৎপাত নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল সহকারী পরিদর্শক প্রধান পরিদর্শকের অধীন হইবেন, এবং সকল পরিদর্শক কমিশনের অধীন হইবেন, এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল পরিদর্শক [১][দণ্ড বিধি] এর ধারা ২১ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।।

৬। নির্দিষ্ট এলাকায় ভাটা বা অগ্নিচুল্লী নির্মাণ বা ব্যবহার, বা পোড়া কয়লা উৎপাদন নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় নিম্নবর্ণিত বিষয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে-

(ক) ইট তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণির ইটের টালি বা চুনা মাটির ভাটা, বা স্তুপ নির্মাণ বা ব্যবহার, বা

(খ) তাপ প্রয়োগে চুর্ণ করা বা মূল্যবান ধাতু বা খনিজদ্রব্য ঢালাই, মিশ্রণ, ছাঁচের বা অন্য ধাতুর জন্য অথবা লৌহ পিন্ড হইতে পেটা লোহায় রূপান্তর করিবার জন্য অগ্নি-চুল্লী নির্মাণ বা ব্যবহার;

(গ) ওভেন বা বিশেষ সরঞ্জামে পোড়া কয়লা উৎপাদন, বা

(ঘ) ওভেন বা বিশেষ সরঞ্জাম ছাড়াই পোড়া কয়লা তৈরী।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা দফা (খ) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো ভাটা, স্তুপ বা অগ্নি-চুল্লী নির্মাণ করা হয় বা ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহার মালিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো ব্যক্তি পোড়া কয়লা তৈরী করেন, তাহা হইলে প্রথম অপরাধের জন্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো ব্যক্তি কোনো স্থাপনায় বা জমিতে পোড়া কয়লা তৈরী করেন, তাহা হইলে–

(ক) উক্ত ব্যক্তি, এবং

(খ) মালিক (যদি তিনি জ্ঞাতসারে উক্ত ব্যক্তিকে পোড়া কয়লা তৈরীর অনুমতি প্রদান করেন) বা উক্ত জমি বা স্থাপনার ভোগদখলকারী,

যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে প্রথম অপরাধের জন্য পঁচিশ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং এইরূপে প্রস্তুতকৃত পোড়া কয়লা মাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে, পরিদর্শক কর্তৃক বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন মামলা পরিচালনাকালে ম্যাজিস্ট্রেট উপরি-উক্ত অর্থদণ্ড আরোপ ছাড়াও উক্ত উপ-ধারা মতে বাজেয়াপ্তকৃত কোনো পোড়া কয়লা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং এইক্ষেত্রে ধারা ১০ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি মোতাবেক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশন কর্তৃক উহা নিষ্পত্তি করা আইনসঙ্গত হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

---

[১] "পাকিস্তান দণ্ডবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে "দণ্ডবিধি" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তপশিল বলে প্রতিস্থাপিত।

(১) "ভোগদখলকারী" অভিব্যক্তি অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ভূমি বা স্থাপনার ভাড়া বা ভাড়ার কোনো অংশ মালিককে সাময়িকভাবে পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে বাধ্য, এবং কোনো মালিক যিনি নিজে বা অন্যভাবে স্থাপনায় বা জমিতে বসবাস করেন বা ব্যবহার করেন তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং

(২) "মালিক" অভিব্যক্তি অর্থে এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি স্থাপনা বা জমির ভাড়া বা ভাড়ার কোনো অংশ নিজ হিসাবে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন, বা কোনো ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি হিসাবে বা রিসিভার হিসাবে গ্রহণ করেন বা স্থাপনা, ভূমি বা উহার অংশবিশেষ কোনো ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেওয়া হইলে যিনি ভাড়া গ্রহণ করিতেন তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৭। নিষিদ্ধ এলাকায় নির্মিত বা ব্যবহৃত ভাটা বা অগ্নি-চুল্লী ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) যখন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা দফা (খ) এর অধীন প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া ভাটা বা স্তুপ বা অগ্নি-চুল্লী নির্মাণ বা ব্যবহারের জন্য দণ্ড আরোপ করেন, তখন তিনি, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে ভাটা, স্তুপ বা অগ্নি-চুল্লী ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ আদেশ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, বা বিশেষ কারণে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে, কোনো ভাটা, স্তুপ বা অগ্নি-চুল্লী ধ্বংস করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ব্যর্থতা চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য সর্বোচ্চ বিশ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮। বিধি দ্বারা অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে অধিকতর মাত্রায় ধোঁয়া নির্গতের জন্য দণ্ড।- (১) যদি অগ্নি-চুল্লী হইতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে অধিকতর মাত্রায়, বা নিম্ন-উচ্চতায় বা দীর্ঘ সময় ধরিয়া ধোঁয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে অগ্নি-চুল্লীর মালিক প্রথমবার অপরাধের জন্য পঞ্চাশ টাকা, দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য একশত টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) [বেঙ্গল ধোঁয়াজনিত-উৎপাত (সংশোধন) আইন, ১৯১৬ (১৯১৬ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৭ বলে বিলুপ্ত।]

[১][**৮ক। নকসা জমাদান ও দণ্ড।-** (১) [২][* * *]
কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ব্যতীত-

(ক) কোনো অগ্নি-চুল্লী, ধোঁয়া নির্গমন নল বা চিমনি নির্মাণ করা যাইবে না, এবং

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে নির্মিত কোনো অগ্নি-চুল্লী, ধোঁয়া নির্গমন নল বা চিমনি, পুনঃনির্মাণ, পরিবর্তন বা সংযোজন করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করা হইলে, ক্ষেত্রমত, অগ্নি-চুল্লী, ধোঁয়া নির্গমন নল বা চিমনির মালিক একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং, যদি কমিশনের অনুমতি ব্যতীত এইরূপ অগ্নি-চুল্লী, ধোঁয়া নির্গমন নল বা চিমনি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে পরবর্তী প্রতিদিনের অবৈধ ব্যবহারের জন্য বিশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।]

---

[১] বেঙ্গল ধোঁয়াজনিত-উৎপাত (সংশোধন) আইন, ১৯১৬ (১৯১৬ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৮ বলে ধারা ৮ক সন্নিবেশিত।

[২] "বেঙ্গল ধোঁয়াজনিত-উৎপাত (সংশোধন) আইন, ১৯১৬ কার্যকর হইবার পর" শব্দগুলি, বন্ধনী, কমা এবং সংখ্যা বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তপশিল বলে বিলুপ্ত।

৯। পরিদর্শকের ক্ষমতা।- (১) মালিক, ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী বা দায়িত্বরত ব্যক্তিকে, যুক্তিসঙ্গত লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া পরিদর্শক–

(ক) অগ্নি-চুল্লী ধারণকারী যেকোনো স্থাপনা বা স্থানে, কর্মঘণ্টার মধ্যে, প্রবেশ এবং উক্ত অগ্নি-চুল্লী পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত ক্ষমতাবলে, এইরূপ অগ্নি-চুল্লী হইতে ধোঁয়া নির্গমন রোধে ব্যবহৃত যেকোনো সরঞ্জাম ব্যবহার ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন; এবং

(গ) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত ক্ষমতাবলে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, এইরূপ স্থান বা স্থাপনা তাহার পরিদর্শনকালে, ধোঁয়া নির্গমন হ্রাস বা রোধ করিতে তদ্‌কর্তৃক উপযুক্ত পদ্ধতিতে, এইরূপ অগ্নি-চুল্লী পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করিবে বা ইন্ধন যোগাইবে; তবে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উক্ত স্থানে বা স্থাপনায় ব্যবসা পরিচালনায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাইবে না।

(২) যদি কোনো অগ্নি-চুল্লীর মালিক দফা (গ) এর অধীন প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন, এবং বিশেষ জরুরি ক্ষেত্রে, সভাপতি, লিখিত আদেশ দ্বারা, (যাহা মালিক, ভোগদখলকারী, ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দাবি অনুযায়ী উপস্থাপন করা হইবে) কোনো পরিদর্শককে বিনা নোটিশে যে কোনো সময়, দিনে বা রাতে, যেকোনো স্থাপনা বা স্থানে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, যদি কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, সভাপতির বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত স্থাপনা বা স্থানে অগ্নি-চুল্লী রহিয়াছে বা পোড়া কয়লা তৈরী করা হইতেছে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ স্থাপনা যদি একটি ব্যক্তিগত বসত বাড়ি হয় যাহার কোনো একটি এপার্টমেন্ট একজন মহিলার প্রকৃত দখলে আছে, যিনি প্রথাগত কারণে জনসম্মুখে আসেন না, সেইক্ষেত্রে সেই বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে পরিদর্শক উক্ত মহিলাকে প্রস্থানের সুযোগ দানের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং প্রস্থানের সকল যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন।

(৪) সভাপতি উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করিলে, তিনি সুবিধাজনকভাবে যতদ্রুত সম্ভব উক্ত বিষয় কমিশনকে অবহিত করিবেন।

১০। বিধি।- (১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রাক-প্রকাশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বিশেষ করিয়া, উক্তরূপ বিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা;

(খ) যথাক্রমে, কমিশন এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং উক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) ধোঁয়ার ঘনত্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি মানমাত্রা নির্ধারণ করা;

(ঘ) অগ্নি-চুল্লী হইতে নির্গত ধোঁয়ার ঘনত্ব নির্ধারণ করা;

(ঙ) অগ্নি-চুল্লী হইতে এইরূপ ঘনত্বের ধোঁয়ার নির্গমনের সময় নির্ধারণ করা;

(চ) জাহাজের নিরাপত্তার যথাযথ দিক বিবেচনা করিয়া জাহাজের অগ্নি-চুল্লী হইতে নির্গত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা;

(ছ) যে উচ্চতার নিম্নে অগ্নি-চুল্লী হইতে ধোঁয়া নির্গমন করা যাইবে না উহা নির্ধারণ করা;

(জ) এই আইনের অধীন অভিযোগ দায়েরের পূর্বে অভিযুক্তকে সতর্ক করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ করা, এবং সতর্ক করা এবং অভিযোগ দায়ের মধ্যে ন্যূনতম সময় ঘোষণা করা যাহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির মামলা নিষ্পত্তি হইতে পারে;

(ঝ) কমিশনের সভায় উপস্থিতির জন্য কমিশনের প্রত্যেক বা যেকোনো সদস্যকে অনুর্দ্ধ বত্রিশ টাকা ফি প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা;

(ঞ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন বাজেয়াপ্তকৃত পোড়া কয়লার নিষ্পত্তি করা;

(ঞঞ) পরীক্ষা ও নকসা অনুমোদন, পরিদর্শন ও পরীক্ষা, এবং অগ্নি-চুল্লী, নল এবং চিমনির কাজের অনুমতি প্রদান এবং পরিদর্শকদের সাধারণ সেবার জন্য ফি'র পরিমাণ নির্ধারণ করা; এবং

(ট) ধারা ৮ক এর বিধানের কার্যকরতা প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

(৩) প্রস্তাবিত খসড়া বিধি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশের অন্যূন তিন মাস, [১][তারিখ সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে] যার পরে এই ধারার অধীনে প্রস্তুতকৃত খসড়া বিধির প্রস্তাব বিবেচিত হইবে।

(৪) এই আইনের অধীনে প্রণীতব্য কোনো বিধি উপ-ধারা (১) এর অধীন পর্যালোচনার জন্য প্রকাশনার পূর্বে ধারা ৪ এর অধীন গঠিত কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং বিধি প্রণয়নের যৌক্তিকতা ও উপযোগিতার বিষয়ে কমিশনের প্রতিবেদন না দেওয়া পর্যন্ত বিধি প্রকাশিত হইবে না।

(৫) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল বিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

১১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।- এই আইনের অধীন ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন কেবল-

(ক) প্রধান পরিদর্শকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে, অথবা লিখিত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে, এবং

(খ) অপরাধ সংঘটিত হইবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে।

১২। [বিলুপ্ত]।- [ভারত সরকার (ভারতীয় আইন অভিযোজন) আদেশ, ১৯৩৭ এর চতুর্থ তপশিল বলে বিলুপ্ত।]

১৩। [রহিতকৃত]।- [বেঙ্গাল রহিত এবং সংশোধন আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৯ সনের ১১ নং আইন) দ্বারা রহিতকৃত]।

---

[১] বেঙ্গাল জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট, ১৮৯৯ এর ধারা ২৪ এর দফা (৩) অনুযায়ী "তারিখ সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "তারিখ সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা ও দ্বিতীয় তপশিল বলে প্রতিস্থাপিত।